যায়যায়দিন

তারিখ 12 FEB 2013
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

সখীপুরে ৬ ভুয়া পরীক্ষার্থী আটক দুই প্রধান শিক্ষকের নামে মামলা

মোহনগঞ্জে পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল

সখীপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা।

টাঙ্গাইলের সখীপুর পিএম পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে কেন্দ্র থেকে রোববার এসএসসির গণিত পরীক্ষা চলাকালে ৬ ভুয়া পরীক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে। রাতে ইউএনও সুলতানা রাজিয়া ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাদের প্রত্যেককে ৩ হাজার টাকা করে জরিমানা করেন। এছাড়া ওই শিক্ষার্থীদের নাম পরিবর্তন করে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়ার অভিযোগে উপজেলার শহীদ আব্দুর রকিব উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আজহারুল ইসলাম ও চনতনিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলামের নামে সখীপুর থানায় নিয়মিত মামলা করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। অভিযুক্ত শিক্ষকরা পলাতক রয়েছেন। ভুয়া পরীক্ষার্থীরা হলো- মিজানুর রহমান, আনিস মিয়া, ইব্রাহীম মিয়া, শরীফুল ইসলাম, সুলতানা ও লাভু আক্তার। জানা যায়, উপজেলার নলুয়া বাহেত খান উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ পরীক্ষার্থী নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। তাদের বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এসএসসির ফরম পূরণের সুযোগ না দেয়ায় ওই ছয় শিক্ষার্থীর পাঁচজন শহীদ আব্দুর রকিব উচ্চ বিদ্যালয় ও একজন চনতনিয়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে নিজের নাম, পিতা ও মাতার নাম পরিবর্তন করে চলতি পরীক্ষায় অংশ নেয়। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুলতানা রাজিয়া পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে ওই পরীক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে। তিনি ওই ছয় পরীক্ষার্থীকে সব পরীক্ষা থেকে বহিষ্কার করেন। পরে সখীপুর থানা পুলিশ তাদের আটক করে থানায় নিয়ে যান। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুলতানা রাজিয়া বলেন, ভুয়া পরীক্ষার্থী এবং এ ঘটনায় অভিযুক্ত দুই প্রধান শিক্ষকের নামে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

এদিকে মোহনগঞ্জ (নেত্রকোনা) সংবাদদাতা জানান, নেত্রকোনার মোহনগঞ্জের মোহনগঞ্জ দাখিল মাদ্রাসা কেন্দ্র রোববার বাতিল করা হয়েছে। দাখিল পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন ও কেন্দ্রে অনিয়মের দায়ে চার পরীক্ষার্থী ও এক শিক্ষককে বহিষ্কার এবং কেন্দ্রটি বাতিল করা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন রোববার দাখিল আরবি প্রথম পত্র পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুন নূর মোহনগঞ্জ দাখিল মাদ্রাসা কেন্দ্র পরিদর্শনে আসেন। এ সময় পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করায় উপজেলার খালুয়া মাদ্রাসার চার পরীক্ষার্থী এবং কেন্দ্রে অনিয়মের দায়ে মোহনগঞ্জ দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক আবদুল খালেককে বহিষ্কার করেন। সেইসঙ্গে কেন্দ্রটি বাতিল এবং মোহনগঞ্জ দাখিল মাদ্রাসার সুপার ও কেন্দ্র সচিব হোসাইন আহমদকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন। ইউএনও মিজানুর রহমান সরকার জানান, মোহনগঞ্জ পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে বাকি পরীক্ষা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সেইসঙ্গে মাঘান দাখিল মাদ্রাসার সুপার খাজা মো. শাহজাহানকে কেন্দ্র সচিব হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করো হয়েছে।